দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 11 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের ৯ সদস্য গ্রেপ্তার

কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করুন

প্রশ্নপত্র ফাঁস ভয়াবহ রোগে পরিণত হয়েছে। অশুভ চক্রের ছোবল প্রায় সব পরীক্ষায়। এ চিত্র চরম অবক্ষয়ের। শিক্ষা খাতে সরকারের সাফল্য নিয়ে যখন ঢেঁকুর তোলা হয়, তখন বেপরোয়া হয়ে ওঠে অশুভ চক্রের কাণ্ডকীর্তি– যাতে মাথা নিচু করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না; যা একটি সভ্য জাতির জন্য লজ্জাজনক।

আমাদের সময় সংবাদসূত্রে জানা গেছে, বুধবার গভীর রাতে রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের সন্দেহভাজন ৯ সদস্যকে আটক করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। তাদের কাছ থেকে ২০১৬ সালের উচ্চমাধ্যমিকের রসায়ন (দ্বিতীয়পত্র), হিসাববিজ্ঞান (প্রথমপত্র), পদার্থবিজ্ঞান (সৃজনশীল), জীববিজ্ঞান (দ্বিতীয়পত্র) ইত্যাদি পরীক্ষার ভুয়া প্রশ্নপত্র এবং ১০টি বিভিন্ন মডেলের মোবাইল ফোনসেট উদ্ধার করা হয়। বৃহস্পতিবার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) এক সংবাদ সম্মেলনে ডিএমপির কাউন্টার টেররিজম (সিটি) ইউনিটের প্রধান মনিরুল ইসলাম অপরাধী চক্রের ৯ সদস্যকে গ্রেপ্তারের তথ্য জানিয়ে বলেছেন, বিজি প্রেসের এক কর্মচারীকে নিয়ে গ্রেপ্তারকৃতরা একটি চক্র গড়ে তুলেছিল। ওই কর্মচারীর মাধ্যমে পাওয়া প্রশ্নপত্র ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে বিক্রি করে মোটা অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নেওয়া হতো। আবার কখনো-বা টাকা নিয়ে পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের হাতে ভুয়া প্রশ্নও গছিয়ে দিত। রীতিমতো ঘোষণা দিয়েই ফেসবুকে চলমান এইচএসসি পরীক্ষার একের পর এক প্রশ্ন ফাঁস করা হয়। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কয়েকটি পরীক্ষা শুরুর আগে সকাল ৯টা থেকে ৯টা ৫ মিনিটের মধ্যে ফেসবুকে মূল প্রশ্নের ছবি তুলে হুবহু প্রশ্ন ছেড়ে দেওয়া হয়, যেখানে ঘোষণা দিয়েই পর পর একই কাজ নির্বিঘ্নে করে যাচ্ছিল অপরাধীরা। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সঙ্গে ফেসবুকে প্রকাশ করা প্রশ্নের হুবহু মিলও পাওয়া গেছে। এ চক্রটি এডাবেই দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র জালিয়াতি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে আসছে। শুধু এই ঘটনায় নয়, প্রায় সর্বত্র দেখা যাচ্ছে অশুভ শক্তির নানা কারসাজি। যদি এই প্রক্রিয়া অবিলম্বে বন্ধ ও অপশক্তির শিকড় উৎপাটন করা না যায়, তা হলে প্রকট হয়ে উঠবে আস্থার সংকট এবং তা হবে দেশ-জাতির জন্য আরও ক্ষতিকর। এ প্রতারকদের দৌরাত্ম্য বন্ধ না করতে পারলে ক্রমেই শিক্ষাঙ্গন কলুষিত হবে। তাই তাদের আইনের আওতায় নিয়ে শিকড় উপড়ে ফেলতে হবে। এ পরিস্থিতির অবসানকল্পে প্রতিটি ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা জরুরি। জাতিবিনাশী জালিয়াত চক্রের হোতা যারাই হোক, তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।